(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.

চসিক মেয়রের সাথে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাত

চট্টগ্রাম বহুমাত্রিক বিদেশী বিনিয়োগের উর্বর ভূমি হিসেবে এখন বিশ্বে সমাদৃত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী সাথে বাংলাদেশে নিয়ুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মিসেস মায়িয়ে মাসভুপুই (গৎং গধৎরব গধংফঁু) সৌজন্য সাক্ষাত করেন। এই সময় মেয়র ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে ইউরোপীয় দেশগুলো আমাদের পাশে ছিল এবং তারা আমাদের সমর্থন ও কুটনৈতিক সহায়তা যোগান দেয়। বর্তমানে বাংলাদেশের চলমান টেকসই উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের বহুমাত্রিক সহায়তা আন্ত:দেশীয় বন্ধুত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করেছে। তিনি বলেন চট্টগ্রামকে ঘিরে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেছে। চট্টগ্রাম বন্দরনগরী পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক বন্দর এবং প্রাচ্য-প্রতিচ্য-পাশ্চাত্যের প্রবেশদ্বার। বৃহত্তর চট্টগ্রামে একই সাথে অনেকগুলো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে ফলে চট্টগ্রাম বহুমাত্রিক বিদেশী বিনিয়োগের উর্বর ভূমি হিসেবে এখন বিশ্বে সমাদৃত। তিনি সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ফ্রান্সের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, ফ্রান্সের মত দেশের উন্নত প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া গেলে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। তাই এই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের প্রতি তিনি আহবান জানান। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বাটালিহিলস্থ চসিক নগর ভবনের মেয়র দপ্তরে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মেয়র এম রেজাউল করিম চৌধুরীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করতে এলে তিনি একথাগুলো বলেন।

মেয়র আরো বলেন, অলিয়ঁস ফ্রঁসেস ঢাকা ও চট্টগ্রাম দুইটি কেন্দ্র থেকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে তাতে দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। তাই আমাদের দুই দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির ভাবনা চিন্তার আদান প্রদানে অলিয়ঁস ফ্রঁসেস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসেবে বিবেচ্য। বাংলাদেশের অবকাঠামো, শিল্পাঞ্চল, জ্বালানী ও সামুদ্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে ফরাসী বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীরা এই শিল্পাঞ্চল জোনে বিনিয়োগ করছেন। মেয়র সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতের পাশে এমিউসমেন পার্ক স্থাপনের কথা উল্লেখ করে এখানে বিনিয়োগের জন্য ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, সাগর-নদী ও পাহাড় বেষ্টিত এই শহর যে কোন অতিথিকে মুগ্ধ করে। আমিও অভিভূত। তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নমুলক প্রকল্পগুলো প্রস্তাব আকারে প্রদান করা হলে তা আমাদের সরকারের নিকট পৌঁছে দিয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের প্রচেষ্টা থাকবে। তিনি আরো বলেন, চট্টগ্রামের সম্ভাব্যতার বিষয়টি অবশ্যই আমাদের সরকার মূল্যায়ন করে। চট্টগ্রামে যেহেতু আন্তর্জাতিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নের নতুন সংযুক্তি সেহেতু পর্যটন, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ আইটি খাতে বৈশ্বিক বিনিয়োগে একটি অনুকুল পরিবেশ নিশ্চিত হলে ফ্রান্স অবশ্যই সাড়া দিবে। এতেই বাংলাদেশ-ফ্রান্স মৈত্রী সুদৃঢ় হবে। মেয়র ফ্রান্সের রাষ্টদূতকে সিটি কর্পোরেশনের মনোগ্রাম খচিত ক্রেষ্ট প্রদান করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম, কাউন্সিলর গাজী শফিউল আজম, ভারপ্রাপ্ত সচিব ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, অলিয়ঁস ফ্রঁসেসের পরিচালক ব্রুনো ল্যাকরাম্পী উপ-পরিচালক ড. গুরুপদ চক্রবর্তী, ন্যাশনাল ব্রোকার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অরমান রাফাই নিজাম।

চসিক বাকলিয়া ষ্টেডিয়ামে ক্রিকেট পিচ নির্মাণ কাজ পরিদর্শনকালে মেয়র

নগরীর খেলার মাঠগুলোকে খেলার উপযোগি করে গড়ে তোলা হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রাম নগরীর ছোট বড় যেসব খেলার মাঠ রয়েছে। সে সব মাঠকে খেলা ধুলার উপযোগি করে তোলা হবে। অন্যদিকে শিশু কিশোরদের

বিনোদনের জন্য যেখানে সুযোগ হবে সেখানে মিনি পার্ক গড়ে তোলা হবে। আজ মঙ্গলবার সকালে চসিকের মালিকানাধীন বাকলিয়া ষ্টেডিয়ামে ক্রিকেট পিচ নির্মাণ কাজ পরিদর্শনকালে তিনি একথা বলেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চসিক ক্রীড়া ষ্ট্যাডিং কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর আউল্লতা চৌধুরী, কাউন্সিলর হাজী নুরুল হক, নুর মোস্তাফা টিনু, সংরক্ষিত কাউন্সিলর নিল নাগ, চসিক একাদশের সাধারণ সম্পাদক আলী আকবর ও স্থানীয়গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
মেয়র আরো বলেন, চট্টগ্রাম নগরীতে যে খেলার মাঠগুলো আছে এরমধ্যে অনেকগুলো মাঠ খানা-খন্দকসহ ময়লা আবর্জনায় ভরপুর হয়ে খেলার ধুলার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তিনি প্যারেড মাঠ, হালিশহর আবহনী মাঠ, পলোগ্রাউন্ড মাঠসহ নগরীতে যেসব প্রতিষ্ঠানের অধীনে আরো মাঠ রয়েছে সেগুলো খেলাধুলার উপযোগী করে গড়ার উদ্যোগ নিতে প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলোর দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের আহ্বান জানান।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
চসিকের কর্মসূচি

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গ্রহীত কর্মসূচি ১৪ ডিসেম্বর, বুধবার, সকাল- ১০:০১মি. শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে শহীদ বুদ্ধিজীবী শ্রদ্ধা ও স্মরণে পাহাড়তলী বধ্য-ভূমিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ১৬ ডিসেম্বর, শুক্রবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সিটি মেয়র কর্তৃক মিউনিসিপ্যাল মডেল স্কুলস্থ অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, সকাল ৭ টায় টাইগারপাস চসিক নগর ভবন চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, সকাল ৮:০১ মি. প্যারেড মাঠে কর্পোরেশনভুক্ত স্কুল-কলেজ সমূহের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমাবেশ, সকাল ৮:১৫ মি. পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, সকাল ৮:৩০মি. জাতীয় সংগীতের মাধ্যেমে জাতীয় পতাকা ও কর্পোরেশনের পতাকা উত্তোলন, বেলুন ও কবুতর উড়ানো, সকাল ৮:৪০ মি. মেয়র মহোদয়ের ভাষণ সমাবেশ স্থল, সকাল ৮:৫৫ মি. প্যারেড পরিদর্শন, কুচকাওয়াজ ও সালাম গ্রহন, অংশ গ্রহনে কর্পোরেশনভুক্ত স্কুল-কলেজ সমূহের স্কাউট, গাইড, রোভার-রেঞ্জার ও কাব দল, সালাম গ্রহন করবেন সিটি মেয়র মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী, সকাল ৯:৪৫ মি. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক ধন্যাবদ জ্ঞাপন, সকাল ৯:৫০ মি. ছাত্র-ছাত্রীদের ডিসপ্লে অনুষ্ঠান, সকাল ১০:৫৫ মি. কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লেতে এবং রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়দের পুরস্কার বিতরন, ১৯ ডিসেম্বর সোমবার, থিয়েটার ইনস্টিটিউ হলে সকাল ১১:০০ মি. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব করবের সিটি মেয়র মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী। অনুষ্ঠান সমূহে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

চকিস স্বাস্থ্য বিভাগ ও ইউনিসেফের সহযোগিতায়
স্বাস্থ্যকর্মী ও টিকাদান কর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ ও ইউনিসেফের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য সহকারি, পরিবার কল্যাণ সহকারি ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ১ম ব্যাচের কর্মশালা আজ মঙ্গলবার সকালে চসিক জেনারেল হাসপাতাল মিলনায়তনে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরীর সভাপতিত্ত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতর চৌধুরী বলেন, মা ও শিশুর জীনব রক্ষায় ইপিআই কর্মসূচি একটি জনমূখী ও স্বাস্থ্য সেবামুলক কর্মযজ্ঞ। যা আজ সারা বিশ্বে প্রশংসিত। তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশন এলাকার সকল সরকারি, বে-সরকারি সংস্থার সহযোগিতায় এই ইপিআই কার্যক্রমগুলো নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে ০৭টি ইপিআই জোনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। ইপিআই সদর দপ্তরের গাইড লাইন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ডা. সেলিম আকতার বলেন, কোভিড-১৯ এর কারণে দীর্ঘ দুই বছর আমরা শিশুদের টিকা প্রাপ্তির হার শতভাগ অর্জন করতে পারিনি। যার কারণে কিছু কিছু লেপট আউট ও ড্রপ আউট হয়েছে। এখন প্রতিটি মহল্লা ও ঘরে গিয়ে বাদ পড়া শিশুদের ঝুঁজে বের করে টিকা প্রদানের আওতায় আনতে হবে।
তিনি সকল কর্মীদের প্রশিক্ষণ লব্দ জ্ঞান প্রয়োগের আহ্বান জানান এবং এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা করায় ইউনিসেফকে ধন্যবাদ জানান।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন-চসিক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মো. ইমাম হোসেন রানা, জোনাল মেডিকেল অফিসার ডা. হাসান মুরাদ চৌধুরী, ন্যাশনাল আরবান স্পেশাল্টি ইউনিসেফের ডা. প্রসূন রায়, ডা. সুমন তালুকদার, ডা. আকিল মাহমুদ নাফে প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩